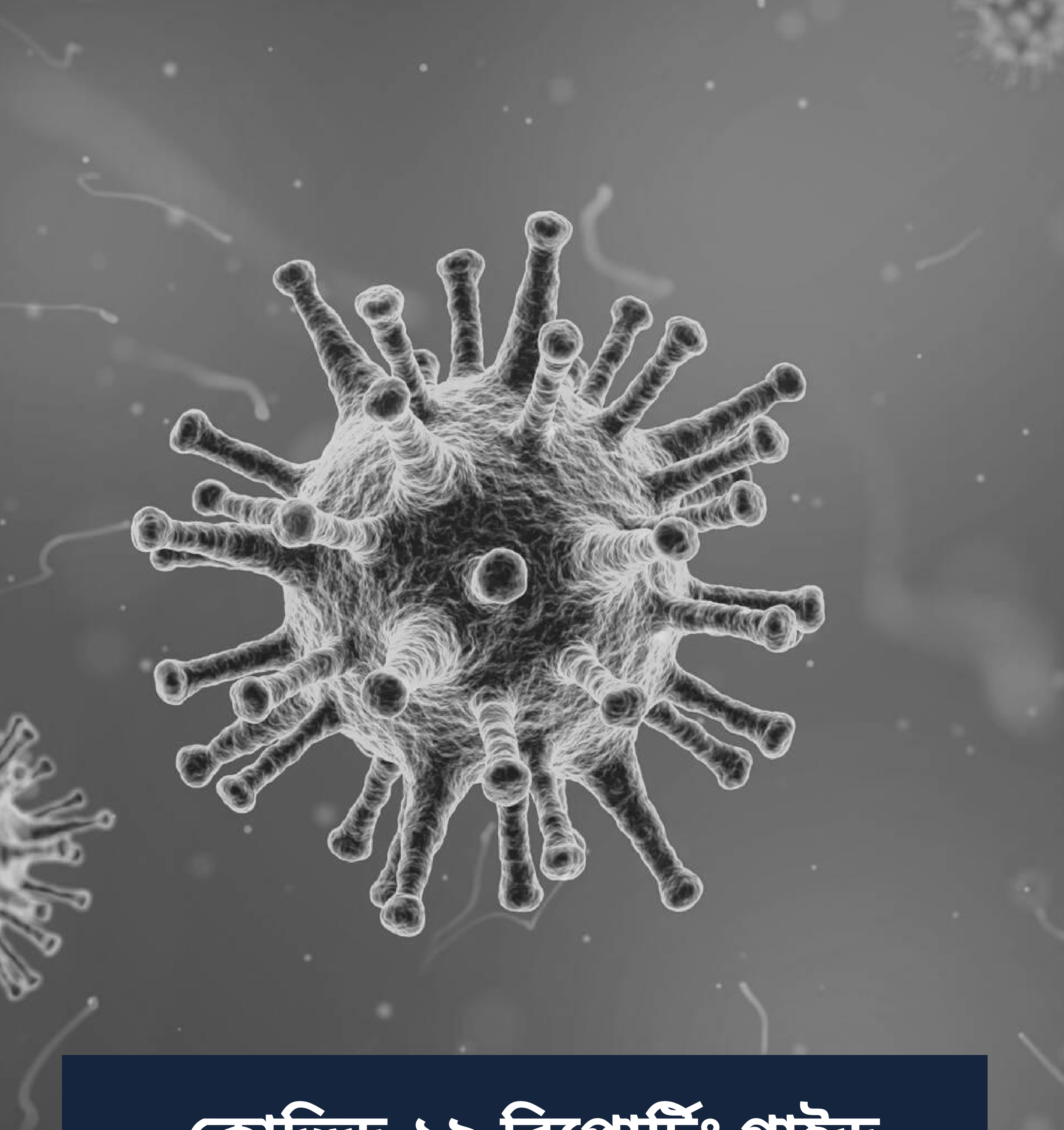

কোভিড-১৯ রিপোর্টিং গাইড

মিরাজ আহমেদ চৌধুরী

এই সহায়িকা তৈরি করা হয়েছে কোভিড-১৯ কাভার করা সাংবাদিকদের কথা মাথায় রেখে। মাঠের রিপোর্টারদের সুরক্ষা, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই এবং অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেশী-বিদেশী উৎস থেকে দরকারি পরামর্শ ও টুলগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সাইট বা পেইজের লিংক জুড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আগ্রহীরা তাতে ক্লিক করে মূল আর্টিকেলটি পড়ে নিতে পারেন।

FOJO:MEDIA INSTITUTE
Linnæus University
Global Investigative Journalism Network
MRDI

এখানে যেসব বিষয় থাকছে

১ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস

২ নিজেকে রক্ষার উপায়

৩ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা

৪ গুজব যাচাই কৌশল

৫ অনুসন্ধানের বিষয়

৬ মানসিক চাপ ও ট্রমা

ভাইরাস ও তার প্রভাব সম্পর্কে জানুন

কোভিড-১৯ এই দশকের সবচেয়ে বড় স্টোরি। এই রোগ আক্রান্ত করেছে লাখ লাখ মানুষকে, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের সব প্রান্তে। ক্রমাগত ধরণ বদলাচ্ছে নতুন এই ভাইরাস। প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপটও। আজ যে তথ্য কাজে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে, কালই তাতে যোগ হচ্ছে নতুন মাত্রা। ক্রমপরিবর্তনশীল এই সংকটে তাই অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাইরাস সম্পর্কে বেশি করে জানা, সঠিক তথ্যের উৎসগুলো চেনা, নিজেকে নিরাপদ রেখে খবর সংগ্রহ করা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে সেই খবরকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। একই সাথে জরুরি হয়ে উঠেছে এই মহামারির প্রভাবে যত সমস্যা, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অন্যায় মুনাফা চলছে তা-ও পাঠক ও নীতিনির্ধাররকদের সামনে তুলে ধরা।

তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস

তথ্য ও সূত্র

>> বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

>> বাংলাদেশের তথ্য

>> চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য

>> ডেটা ও মানচিত্র

>> শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা

>> ছবি ও ভিডিও

সাংবাদিকতার রিসোর্স

>> অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

>> দৈনিক নিউজলেটার

>> ভুয়া তথ্য যাচাই

>> মানসিক চাপ ও ট্রমা

>> গবেষণা ও প্রতিবেদন

>> নিউজরুম গাইড

প্রতিটি সূত্রে ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট পেইজে প্রবেশ করা যাবে

গবেষণা, ডেটা এবং বিশেষজ্ঞ

বিশেষজ্ঞ চিনুন

বিশেষজ্ঞ বাছাই করুন সতর্কতার সাথে। বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে কেউ নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার মানে এই নয়, তিনি বিজ্ঞানের সব বিষয়ে বলতে পারবেন। একইভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে কেউ পিএইচডি করলেও করোনাভাইরাস সম্পর্কে জানবেন এমন কোনো কথা নেই। বিশেষজ্ঞরা কোনটি নিশ্চিতভাবে জানেন আর কোনটি সত্য বলে মনে করেন – তার মধ্যকার ফারাকটা অবশ্যই বুঝতে হবে। জানতে হবে মতামত ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য।

গবেষণা, বিশেষজ্ঞ ও রিপোর্ট নিয়ে আরো পরামর্শের জন্য ক্লিক করুন

ফলো করুন | তথ্য | গবেষণা | বিশেষজ্ঞ

গবেষণা মানেই সংবাদযোগ্য নয়

প্রি-প্রিন্ট অথবা অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন থেকে উদ্বৃতি অথবা তথ্য ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক হোন। এধরণের একাডেমিক পেপার সাধারণত পর্যালোচনা বা পিয়ার রিভিউর মধ্যে দিয়ে যায় না। তাই ভুলের অবকাশ থাকে। নানান নতুন তত্ত্ব এবং দাবির মধ্যে সংবাদ উপযোগী কিছু আছে কিনা, তা বিশেষজ্ঞদের জিজ্ঞেস করুন। পত্রিকার মতামত পাতায় প্রকাশিত তথ্যও যাচাই করুন।

নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা

একজন সাধারণ নাগরিকের জন্য নিজেকে রক্ষার যত রকমের উপায় আছে, তার সবই একজন সাংবাদিকের জন্যেও প্রযোজ্য। পার্থক্য হলো, একজন নাগরিক তার চলাফেরা ঘরে বা নিরাপদ স্থানে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন। কিন্তু একজন সাংবাদিককে পেশার প্রয়োজনেই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যেতে হয়। করোনাভাইরাসের খবরও সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু মাথায় রাখবেন - তা নিজের, পরিবারের এবং রিপোর্টের মানুষদের নিরাপত্তাকে বাদ দিয়ে নয়।

কিভাবে সংক্রমণ থেকে বাঁচবেন

নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া

নিয়মিত এবং ভালো করে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিন, অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিস্কার করুন।

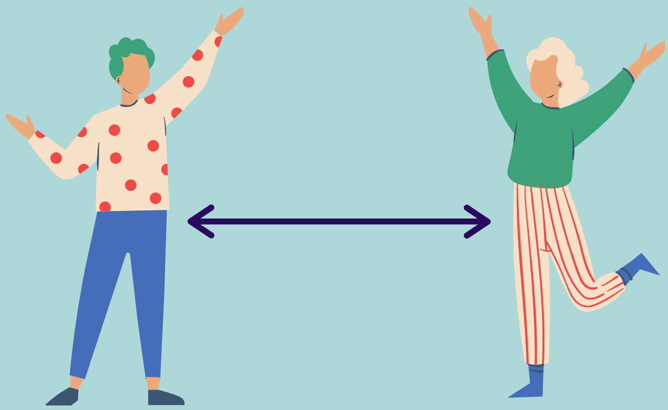

সবসময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা

অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে যে কারো সাথে অন্তত ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন। দূর থেকে কথা বলুন।

চোখ, মুখ ও নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা

যে কোনো কিছুর উপরিতল থেকে আপনার হাতে ভাইরাস যেতে পারে। একবার সংক্রমিত হলে, হাত থেকে ভাইরাস চলে যেতে পারে আপনার মুখ, চোখ বা নাকে চলে যেতে পারে।

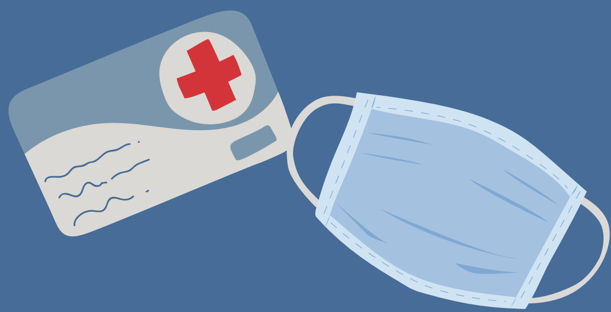

ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় সুরক্ষা উপকরণ পরা

ঝুঁকিপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টে যেতে বাধ্য লে হাতে দস্তানা, মুখে মাস্ক, চোখে গগলস, নিরাপদ বডিস্যুট, এবং জুতোর সাথে ওভারশু পরে নিন। বেরিয়ে নিয়ম মেনে ফেলে দিন।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সিপিজে

অ্যাসাইনমেন্টে যত সতর্কতা

আপনার সাথে সবসময় পানি, স্যানিটাইজার, টিস্যু, ওয়াইপস এবং পানি-ব্লিচিং পাউডার মিশ্রন রাখুন।

হাসপাতাল, বাজার বা ভিড় আছে এমন জায়গা সব সময় এড়িয়ে চলুন।

ছয় ফুট দূর থেকে সাক্ষাৎকার নিন। মাইক্রোফোনের জন্য স্টিক ব্যাবহার করুন।

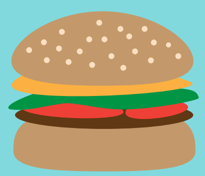

অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে বাইরের কিছু খাবেন না। খুব দরকারি খাবার ও পানি সঙ্গে রাখুন।

অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফিরে নিজেদের পোশাক গরম পানিতে ধুয়ে নিন এবং ভালোমত সাবান দিয়ে গোসল করুন।

বাইরে মাটিতে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বা শুয়ে কাজ করবেন না। ইকুইপমেন্টও মাটিতে রাখবেন না।

সম্ভব হলে গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন। ব্যক্তিগত ও অফিসের গাড়ি নিয়মিত ক্লোরিন দ্রবন বা উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিয়মিত পরিস্কার করুন।

কাজ শেষ হতেই ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, মোবাইল বা যে কোন ইকুইপমেন্ট উপযুক্ত পদ্ধতিতে ভাইরাসমুক্ত করুন।

যত বেশি সম্ভব অনলাইনে সাক্ষাৎকার নিন। স্কাইপ, জুম বা এ ধরণের অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন।

আরো জানতে | কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) প্রকাশিত অ্যাডভাইজরি দেখুন এখানে ক্লিক করে।

মাস্ক কখন পরবেন, কিভাবে?

মাস্ক তখনই পরুন যখন আপনি নিজে আক্রান্ত অথবা ঝুঁকিপূর্ণ বা ভিড় আছে এমন জায়গায় অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছেন।

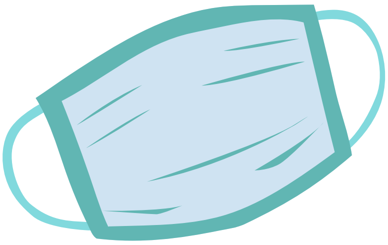

আপনি মাস্ক পরেও কোনো লাভ হবে না - যদি না জানেন কিভাবে সেটি ব্যবহার করতে হয়, এবং কিভাবে ডিসপোজ করতে হয়।

মাস্ক তখনও পড়ে থাকুন যখন আপনি নিজেই সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত, এবং কাজের প্রয়োজনে বাইরে যাচ্ছেন।

কিভাবে মাস্ক পরতে হয়, কিভাবে খুলতে এবং ফেলে দিতে হয়, জানতে চাইলে ক্লিক করুন নিচের আইকনে।

ভিডিও দেখুন

ডব্লিউএইচও থেকে পড়ুন

মাস্ক পরে লাভ নেই - যদি না কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে অথবা স্যানিটাইজ করে নিতে পারেন।

সূত্র • বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সিপিজে

ব্যক্তিগত সুরক্ষার ভিডিও টিপস

সুরক্ষা সরঞ্জাম কিভাবে পরবেন?

ভিডিও দেখুন

সুরক্ষা সরঞ্জাম কিভাবে খুলবেন?

ভিডিও দেখুন

ফোন জীবানুমুক্ত কিভাবে করবেন?

ভিডিও দেখুন

মাইক্রোফোন কিভাবে পরিষ্কার করবেন?

ভিডিও দেখুন

কোভিডে নিজেকে ঘরবন্দী রাখবেন যেভাবে

অ্যাসাইনমেন্টে থেকে ফিরে রোগের উপসর্গ দেখা দিলে বা অসুস্থ কারো সংস্পর্শে এলে স্বাস্থ্যবিভাগের পরামর্শ মেনে ঘরবন্দী হোন অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ঘরেই থাকুন

আপনার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করুন।

যদি না খাবার, ওষুধ বা অতি দরকারি কিছু কিনতে হয়।

হাত ধোয়া জরুরি

সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজ করার বিধি মেনে চলুন।

নিয়মিত তাপমাত্রা মাপুন

প্রতিদিন অন্তত দুইবার করে নিজের জ্বর বা তাপমাত্রা মাপতে থাকুন।

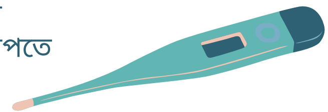

নির্দিষ্ট রুমে থাকুন

যদি সন্দেহ হয়, আপনি আক্রান্ত হতে পারেন, তাহলে ঘরের নির্দিষ্ট একটি রুমে অথবা এমন জায়গায় থাকুন, যেখানে অন্যদের চলাচল নেই। সম্ভব হলে আলাদা বাথরুম ব্যবহার করুন।

লক্ষণের দিকে খেয়াল রাখুন

জ্বর ছাড়াও কোভিড-১৯ রোগের ক্ষেত্রে কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ক্লান্তির মত লক্ষণ দেখা যায়।

লক্ষণ দেখলেই ডাক্তারের পরামর্শ

যদি ভাইরাসের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। আগেই ফোনে আপনার লক্ষণের কথা জানান, যেন তারা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ বা দরকারি প্রস্তুতি নিতে পারেন।

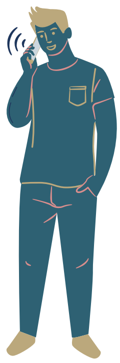

সামাজিক দূরত্ব

যদি বাইরে যেতে হয়, বা ঘরে কারো সাথে কথা বলতে হয়, অন্তত তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন।

সিডিসির ভিডিও দেখুন

নিউ ইয়র্ক টাইমস নিবন্ধ

সূত্র • সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল

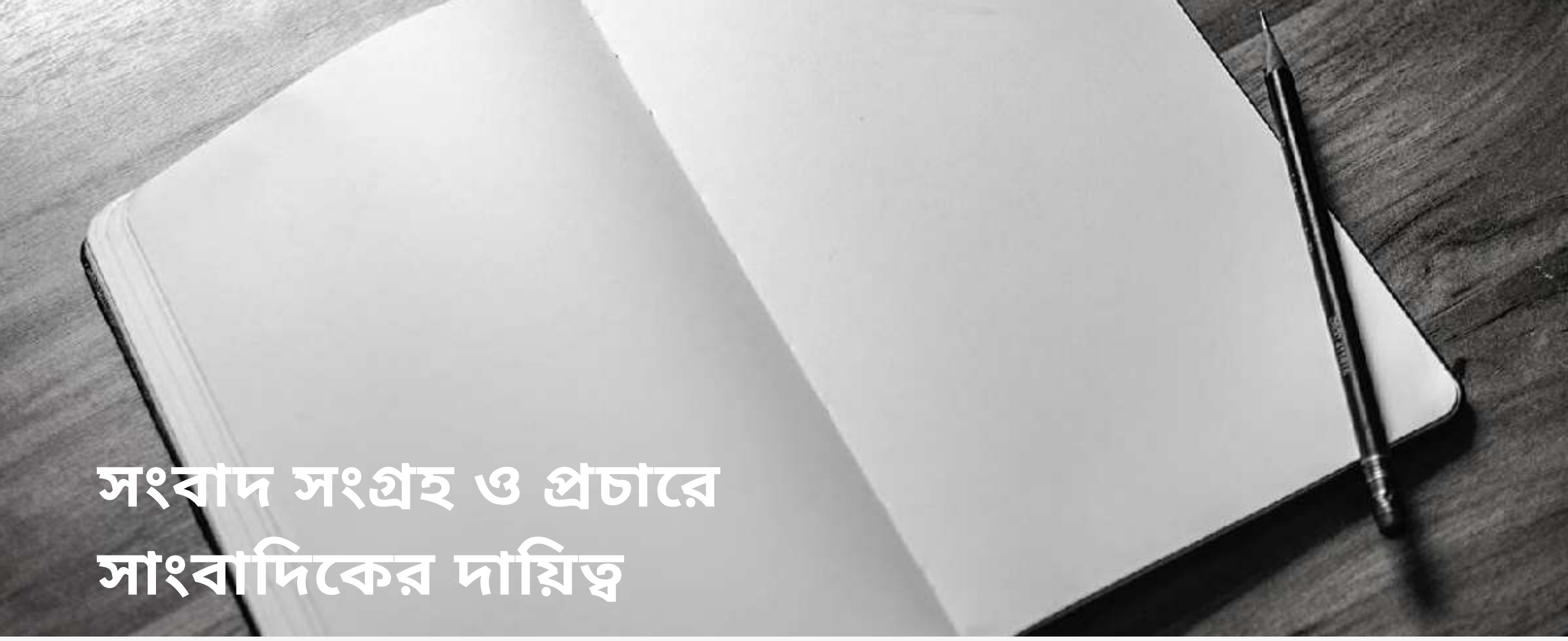

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সাংবাদিকের দায়িত্ব

কোভিড-১৯ সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হয়ে উঠেছে সঠিক তথ্যকে সাধারণ মানুষের কাছে এমনভাবে তুলে ধরা যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু নতুন এই করোনাভাইরাস নিয়ে খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞানীদের গবেষণায়ও একেক সময় একেকরকম তথ্য আসছে।
জেনে বা না জেনে আমরা এমন বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছি, যার হয়ত এই বিষয়ে কোনো গবেষণার অভিজ্ঞতাই নেই।

কোনো নতুন রোগের সংক্রমণই ভীতিকর। কারণ, তখনো মানুষ জানে না কিভাবে সেই ভাইরাস বা রোগটিকে মোকাবেলা করতে হয়। আর এই সুযোগেই আতঙ্কও ডানা মেলে। ভুল খবর ছড়ায়। খবরই অনেক সময় বিদ্বেষ উস্কে দেয়। এমন দুর্যোগে দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্টিং মানুষের মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং তথ্য ও বিশেষজ্ঞের অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও সঠিক খবর মানুষকে পৌঁছে দেয়াটাই সময়ের দাবি।

তথ্য ব্যবহারে দায়িত্বশীলতা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক বিল হানাগে এবং মার্ক লিপসিচ সাংবাদিকদের জন্য তিনটি পরামর্শ দিয়েছেন:

- একটি তথ্য পাওয়ার পর যত বেশি সম্ভব বিশেষজ্ঞ এবং সোর্সের সাথে কথা বলুন। তাদের ব্যাখ্যা নিন। কারণ এখন যে কোনো তথ্যের যথার্থতা নিয়েই অনিশ্চয়তা থাকবে।
- সময় নিন। একটি তথ্য পেয়েই রিপোর্ট করে দেবেন না। সামাজিক মাধ্যমে এই মাত্র যে তথ্য পেলেন, তার চেয়ে কিছু দিন ধরে যে তথ্য আছে, সেটি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।
- কোন একটি ঘটনা ঘটলেই সেটি নিয়ে রিপোর্ট করে ফেলতে হবে তা নয়। খেয়াল রাখুন, সেই ঘটনা কি বার বার ঘটছে কিনা এবং তাতে কোনো ট্রেন্ড ফুটে উঠছে কিনা।

আরো জানতে ক্লিক করুন

দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা

- মাঠের মেজাজ বুঝে, তাকে রিপোর্টে তুলে ধরুন।
- রিপোর্টিংয়ে মনোযোগ দিন, বিশ্লেষণে নয়।
- শিরোনাম খেয়াল করুন, অনেকে শুধু শিরোনাম দেখে সিদ্ধান্ত নেয়।
- ছবি ব্যবহার করুন সতর্কভাবে, যেন ভুল বার্তা না ছড়ায়।
- আপনার প্রতিবেদনে ঘটনার প্রেক্ষাপটও তুলে ধরুন।
- শুধু ভয়াবহতার কথা না বলে, সমাধানের পরামর্শও দিন।
- ব্যক্তির বিবরণের চেয়ে পরিসংখ্যান-নির্ভর স্টোরি কম ভীতিকর।
- মনে রাখবেন সব পরিসংখ্যান সঠিক না-ও হতে পারে।
- যত বেশি মানুষের সাথে কথা বলবেন, তত ভালো।
- বিদ্বেষ তৈরি করে এমন বাক্য পরিহার করুন।
- বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে যথার্থ প্রস্তুতি নিন।
- চমক নেই বলে, কোনো স্টোরিকে অবজ্ঞা করবেন না।
- নিজের সীমা ঠিক করুন, সময় নিয়ে ভাবুন।
- রোগ চলে গেলেও আপনার রিপোর্টিং থামাবেন না।

[আরো জানতে ক্লিক করুন]

তথ্যের মহামারি কিভাবে সামাল দেবেন

যে কোনো মহামারিতে ভুয়া খবর বা মিথ্যা তথ্যে ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যম সয়লাব হয়ে যায়। এবারো ব্যতিক্রম নয়। অনেক সময় দেখা যায়, অখ্যাত উৎস থেকে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমও কোনো যাচাই বাছাই ছাড়াই এমন খবর ছেপে দিচ্ছে। এতে পাঠকরা যেমন বিভ্রান্ত হন, তেমনি কখনো কখনো আতঙ্কও ছড়ায় জনমনে।
যতদিন মহামারি থাকবে ততদিনই এমন সব গুজব ও ভুয়া খবর কমবেশি আপনার সামনে আসবে। তাই গুজব যাচাই করে নিন।

“কোভিডের এই সময়ে একটা সঠিক তথ্য আর একটা ভুল তথ্যের মাঝখানে থাকে মানুষের জীবন। একটা ভুয়া খবর যে কোনো সময় হতে পারে কারো না কারো মৃত্যুর কারণ,” একথা বলছিলেন ঢাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্যাটালিন বেরকারু। উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের এক জরিপেও দেখা গেছে, দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ চিকিৎসা সম্পর্কিত নানা ভুয়া তথ্য বিশ্বাস করেন। অথচ অনেক প্রতিরোধমূলক বার্তা ক্রমাগত প্রচারিত হওয়ার পরও ৫৬ শতাংশ মানুষ নিশ্চিত নন, এটি কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে।

সব ভুয়া খবরই কি যাচাই করতে হবে

একটি ভুয়া খবর সমাজে ছড়িয়ে পড়লে, সেটি যাচাই করে সত্যটা প্রকাশ করা গণমাধ্যমের দায়িত্ব। কিন্তু সব ভুয়া খবরই কি যাচাই করে প্রকাশ করতে হয়? উত্তর হচ্ছে, না। কারণ অখ্যাত গুজব যাচাই করে প্রকাশ করার পর, সেটি উল্টো আরো ছড়িয়ে পড়ে।

তাহলে কোন খবর যাচাই করতে হবে?

ফার্স্ট ড্রাফটের পরামর্শ হলো, যাচাইয়ের আগে দেখে নিন গুজবটি তার “টিপিং পয়েন্টে পৌঁছেছে কিনা। অর্থ্যাৎ, সেই গুজব কি এতটা ছড়িয়েছে, যা ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতির কারণ হতে পারে। বেশি ছড়ালেই যাচাইয়ের উদ্যোগ নিন।”

টিপিং পয়েন্ট জানতে যে প্রশ্নগুলো করবেন

গুজবটি যেখানে পাওয়া গেছে তাদের অন্য পোস্টের তুলনায় এটি কেমন ছড়িয়েছে, গুজবটি কি শুধু একটি কমিউনিটিতে সীমাবদ্ধ নাকি বাড়ছে, এটি কি এক প্লাটফর্ম থেকে অন্য প্লাটফর্মেও প্রকাশ হচ্ছে, কোনো ভেরিফায়েড প্রোফাইল বা ইনফ্লুয়েন্সার কি শেয়ার করেছে, মূলধারার গণমাধ্যমও কি প্রকাশ করছে?

[আরো জানতে ক্লিক করুন]

ভুয়া খবর যাচাইয়ের কৌশল

তথ্য যাচাই

শুরু করুন গোড়া থেকে – গুগল সার্চের মাধ্যমে – যা দারুণ ফলাফল এনে দিতে পারে। কোন শব্দ দিয়ে সার্চ করবেন তা নির্ধারণ করুন। অ্যাডভান্সড সার্চ সিনট্যাক্স ব্যবহার করুন। এর মাধ্যমে আপনি অনুসন্ধানকে আরো গুছিয়ে আনতে পারবেন এবং ভালো ফলাফল পাবেন। আপনি যে সাইট নিয়ে গবেষণা করছেন, সেটি খোলার পর অনেক সময় দেখা যায় দরকারি তথ্যটি সম্প্রতি মুছে ফেলা হয়েছে। কিন্তু গুগল সার্চ ফলাফলে সেটি দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় ফলাফলে যে লিংকটি আসে, তার পাশের কালো ত্রিভুজটিতে ক্লিক করুন। এটি আপনাকে সার্চ ইঞ্জিনের ক্যাশেতে সংরক্ষিত কপিতে প্রবেশের সুযোগ দিতে পারে। সেখানে মুছে ফেলা তথ্যটিও পেতে পারেন। মুছে বা বদলে ফেলা তথ্য খোঁজার জন্য আর্কাইভ.আইএস নামের সাইটটি বেশ ভাল।

ভুয়া ছবি যাচাই

রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে জানা যায়, ছবিটি প্রথম কখন ব্যবহার হয়েছে এবং ছবিতে যে ঘটনা দেখা যাচ্ছে তা কোথায় ও কোন সময়ে ঘটেছে। এর মাধ্যমে আপনি আরো জানতে পারবেন, ছবিটি যে উৎস থেকে এসেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য কি না। যে ছবিটি যাচাই করতে চান, তা ডাউনলোড বা সেইভ করুন। অথবা ছবিটির ওয়েব অ্যাড্রেস কপি করে নিন। তারপর গুগল ইমেজ, বিং বা টিন আইয়ে গিয়ে সেই ছবি আপলোড করে সার্চ দিন। দেখতে পাবেন ছবিটি কত আগে তোলা, একই রকম ছবি কত আছে, প্রথম কারা প্রকাশ করেছে, ইত্যাদি। টিনআইয়ে বেস্ট ম্যাচ, নিউয়েস্ট, ওল্ডেস্ট ইত্যাদি অপশন, এমনকি মোস্ট চেইঞ্জড নামের অপশন ব্যবহার করে ছবিটিতে কী কী এডিট করা হয়েছে, সেটিও খুঁজে বের করতে পারেন। এভাবে বুঝতে পারবেন, পুরনো কোনো ছবিকে কোভিডের ছবি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে কিনা।

ভিডিও যাচাই

ভুয়া ভিডিও ধরার সবচেয়ে ভালো উপায়, ভিডিও থেকে ছবির স্ক্রিনশট নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করা। এভাবে ভিডিওটি কোথা থেকে এসেছে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তৈরি ইউটিউব ডেটা ভিউয়ারও ব্যবহার করতে পারেন। এই টুল ব্যবহার করা খুব সহজ: প্রথমে ইউটিউবের কোনো ভিডিও লিংক নিয়ে সেখানে পেস্ট করুন এবং গো বাটনে ক্লিক করুন। সাথে সাথেই এই ভিডিও প্রথম আপলোডের সময়সহ নানারকম তথ্য বের করে আনবে টুলটি। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সার্চ ফলাফলে ভিডিওর অসংখ্য থাম্বনেইল প্রাপ্তি। সেই ছবি দিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে, একই ভিডিও অন্য কোনো সময় বা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা জানা যাবে। আরেক বিকল্প ইনভিড - ভিডিও এবং ছবি, দুটোতেই কাজ করে।

গুজব যাচাইয়ের নানা রিসোর্স

এএফপি ফ্যাক্টচেক শুরু থেকেই কোভিড-১৯ নিয়ে গুজব খণ্ডন করে যাচ্ছে। এপ্রিল নাগাদ প্রায় ৪০০ ফ্যাক্টচেক করেছে তারা। ভুয়া খবর পেলে আগে এখানে চেক করে নিতে পারেন।

ছবিতে ক্লিক করুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মিথ বাস্টার্স পেইজ থেকে ঘুরে আসতে পারেন। করোনাভাইরাস নিয়ে অনেক মিথ খণ্ডন, গ্রাফিক্সসহ পাওয়া যাবে এখানে। মিথ বাস্টার্স নিয়মিত আপডেট হয়।

ছবিতে ক্লিক করুন

গুগল ফ্যাক্টচেক এক্সপ্লোরারে গিয়ে করোনাভাইরাস এবং ভুয়া খবরের বিষয় লিখে সার্চ দিলে, সেই বিষয়ে কোনো খণ্ডন হয়ে থাকলে, পাওয়া যাবে। এটি বেশ বড় একটি ফ্যাক্টচেক আর্কাইভ। সব ফ্যাক্টচেকার প্রতিষ্ঠানই এটি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়।

ছবিতে ক্লিক করুন

জিআইজেএনের এই ফ্যাক্টচেক গাইড থেকে জানা যাবে, গুজব ছড়ানোর ছয়টি উপায় এবং কিভাবে খুব সহজে তা যাচাই করবেন। এখানে ধাপে ধাপে পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বাংলায়। আরো আছে স্মার্ট ফোনে ভুয়া ছবি যাচাইয়ের টিপস।

ছবিতে ক্লিক করুন

ফ্যাক্টচেকারদের বিশ্বজোড়া একটি গ্রুপ যখনই কোভিড সংক্রান্ত যা যাচাই করছেন, সেটি টুইটারে দিচ্ছেন অভিন্ন একটি হ্যাশট্যাগে। এরফলে সেখানে গেলেই কোভিড ফ্যাক্টচেকের লাইভ লিস্ট পাওয়া যাচ্ছে।

ছবিতে ক্লিক করুন

কোভিড-১৯ নিয়ে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ফ্যাক্টচেকিং রিসোর্স পাওয়া যাবে ফার্স্ট ড্রাফটের সাইটে। সেখান থেকে যাচাইয়ের দরকারি টুল ও গাইডের কথা জেনে নিতে পারেন অনায়াসে। তারা বিনামূল্যে অনলাইন প্রশিক্ষণও দিচ্ছে।

ছবিতে ক্লিক করুন

দেখুন অনুসন্ধানী চোখে

পড়তে শিরোনামে ক্লিক করুন

- অনুসন্ধান কোথায় কেমন
- যেসব প্রশ্ন করতে হবে
- সোর্স ও অনুসন্ধানের বিষয়
- অনুসন্ধানী অ্যাঙ্গেল

অনুসন্ধানী টিপস

আগে কোভিড সম্পর্কে জানুন

"অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে, প্রথম কাজ পুরো ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। এই ভাইরাস নিয়ে শুরুর দিকে যেসব রিপোর্টিং হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেছে, অসুখটি কিভাবে কাজ করে, তা রিপোর্টাররা ভালোমতো জানেন না। ফলে তারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনাকে আগে শিখতে হবে, এবং তারপর ভালো সোর্স তৈরি করতে হবে।" - ড্রিউ সুলিভান, ওসিসিআরপি

তথ্যের সূত্র ডাক্তার ও নার্স

"অনেক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান কর্মীদের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছে। তবে ভালো দিক হচ্ছে, নার্স ও ডাক্তাররা কথা বলতে চান। বিশেষত, তাদের ব্যক্তিগত ট্রমা ও প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতা নিয়ে। স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ইউনিয়ন এক্ষেত্রে একটি উপকারী সোর্স হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।" - গ্লোরিয়া রিভা, লেসপ্রেসো, ইতালি

সোশ্যাল মিডিয়া এখন বড় সোর্স

"সাংবাদিকরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, হাসপাতাল ও সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সোর্স তৈরি করতে পারে। চীনে উইবো-তে সাহায্য চেয়ে মানুষ পোস্ট দিয়েছে। আপনি তাদের কাছে সরাসরি বার্তা পাঠিয়ে তথ্য চাইতে পারেন। মহামারি অনুসন্ধানে সাংবাদিকদের জন্য একটি বড় টুল হয়ে উঠতে পারে সামাজিক মাধ্যম।" - জোয়ি চি, চীনা ভাষা সম্পাদক, জিআইজেএন

অনুসন্ধানী টিপস

সরকারি ক্রয়ে নজর দিন

"সরকার কোথায় টাকা খরচ করছে, কারা সাপ্লায়ার, পণ্যের উৎস কী, দাম কত, সেই কোম্পানি আগে এই পণ্য বেচাকেনা করেছে কিনা, তার সাথে প্রভাবশালীদের কি সম্পর্ক, তাদের টার্নওভার কত, তাদের অফশোরে ব্যবসা আছে কিনা - এমন বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে রিপোর্টারদের। তথ্যের জন্য প্রতিযোগীদের সাথে কথা বলুন।" - মিরান্ডা প্যাট্রুচিচ, ওসিসিআরপি।

মহামারি থেকে মুনাফা করছে কে?

"নিজেকে প্রশ্ন করুন - পাঠকের জন্য কোন বিষয়টি জানা সবচেয়ে জরুরি? মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকতা মানে জনসেবা; বিশেষ করে রাজনৈতিক ও কর্পোরেট স্বার্থের কারণে বঞ্চিত মানুষদের। তারপর প্রশ্ন করুন - এই মহামারি থেকে কে মুনাফা করছে? ওষুধ কোম্পানি, বায়োটেক, যন্ত্রনির্মাতা - এখন তাদের নিয়ে খোঁজখবর করুন।" - ফ্যাবিওলা তোরেস, সালুদ কন লুপা।

অনুসন্ধান করুন জোট বেঁধে

"রিপোর্টারদের জন্য আমার সাধারণ পরামর্শ হলো, এখন দল তৈরি করে কাজ করুন। কঠিন এই সময়ে সহকর্মীর সাথে কাজ করলে যে শুধু অনুসন্ধান ভালো হবে তা নয়, এতে কাজটাও হয়ে উঠবে আনন্দের। এখন কন্ঠহীনদের কন্ঠস্বর হওয়ার সময়।" - মার্থা মেনডোজা, এসোসিয়েটেড প্রেস, দুইবার পুলিৎজার জয়ী।

মানসিক চাপ এবং ট্রমা

কোভিড-১৯ সাংবাদিকদের অভূতপূর্ব এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে। এটি এমন এক স্বাস্থ্য-দুর্যোগ যেখানে রিপোর্টার নিজেও ভিক্টিম হয়ে যেতে পারেন যে কোনো সময়ে। এমআরডিআইয়ের জরিপে দেখা গেছে, ৯৬ ভাগ সাংবাদিকই এখন মানসিক চাপে ভুগছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই চিন্তিত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। অনেকের ভয়, তারা নিজেরোই আক্রান্ত হতে পারেন যে কোনো সময়ে।

এধরনের দুর্যোগে দুটি দিক আছে। প্রথমত নিজেকে নিয়ে ভয়, দ্বিতীয়ত, রিপোর্ট করতে গিয়ে ভিকটিমদের ট্রমা আরো বাড়িয়ে তোলা। কাজেই এমন অবস্থায় সাংবাদিকদের যেমন নিজেদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হয়, রিপোর্টের চরিত্রদের প্রতি যত্নশীল হতে হয়, তেমনি নিউজরুমকেও তাদের রিপোর্টারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হয়। নয়তো সাংবাদিক নিজেই ট্রমায় ভুগতে থাকেন।

ভুক্তভোগীদের প্রতি দায়িত্ব

- যারা সাক্ষাৎকার দিতে চাইছেন, তাদের প্রতি সহনুভূতিশীল হোন, এবং মানবিক আচরণ করুন।
- সাক্ষাৎকারের স্থান তাদেরকে বাছাই করতে দিন এবং তাদেরকে আগে কথা বলতে দিন।
- কেউ যদি সাক্ষাৎকারের মধ্যে আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তাকে বিরতি নেয়ার সময় দিন।
- কেউ যদি সাক্ষাৎকারের অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়, মেনে নিন। প্রত্যাখ্যান ভুলে যেতে শিখুন।

আরো জানতে ক্লিক করুন

ট্রমা থেকে বাঁচতে কী করবেন?

বিপদে পড়লে শরীর যেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, ট্রমায়ও তেমনই। তখন শরীর অ্যালার্টের অবস্থায় চলে যায়, সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলো সক্রিয় হয় এবং এটি আপনার মস্তিস্কে রাসায়নিক প্রভাব ফেলে। এসময় আপনি যন্ত্রণা, বেদনা অনুভব করবেন – এটাই স্বাভাবিক।

যদি ঘর থেকে বেরুতে না পারেন, তাহলে শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করুন। আরাম করে বসুন। আর মেরুদণ্ডটা সোজা রাখবেন। যখন খুব বেশি চাপ মনে হবে, একটু কেঁদে নিন। তাতে কোনো সমস্যা নেই। কান্না অনেক সময় ভারমুক্ত করে।

একটু থামুন, শ্বাস নিন। কিছু সময় কাজ বন্ধ রাখুন। সম্ভব হলে, ঘরের বাইরে যান, অল্প সময়ের জন্য হলেও। লাফালাফি বা দৌড়াদৌড়ি করুন। এই চলাফেরা, অবস্থার পরিবর্তন আপনাকে সাহায্য করবে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। তিন গুনতে গুনতে শ্বাস নিন। শ্বাস ধরে রাখুন পাঁচ গোনা পর্যন্ত। এরপর আট পর্যন্ত গুনে নিঃশ্বাস ছাড়ুন। যোগ ব্যায়াম বা অন্য যে কোনো ধরণের শরীর চর্চা আপনাকে সবল এবং ভালো থাকতে সাহায্য করবে।

মানসিক পীড়ার সময়গুলোতে, আমরা নিজের অজান্তে পা ভাঁজ করে ফেলি বা হাত মোচড়াতে থাকি। এক্ষেত্রে পা ছড়িয়ে দিন এবং মাংসপেশী শিথিল করুন। মেঝেতে বসে পড়ুন। পা ছড়িয়ে দিন। দুই পা মাটিতে এমনভাবে রাখুন যেন মাটির স্পর্শ অনুভব করতে পারেন।

আপনার হার্টবিট যদি বেড়ে যায়, ঘাম হতে থাকে, কান্না শুরু করেন বা শারিরীক যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলে নিজের সুরক্ষার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

আরো জানতে ক্লিক করুন।

তথ্যসূত্র

১ গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক

২ ডার্ট সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড ট্রমা

৩ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস

৪ ফার্স্ট ড্রাফট, ফ্যাক্টচেকিং সংগঠন

৫ পয়েন্টার নিউজ ইউনিভার্সিটি

৬ অ্যাসোসিয়েশন অব হেলথ কেয়ার জার্নালিস্টস

৭ সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল

৮ কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস

৯ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

১০ ছবি ও গ্রাফিক্স ক্যানভা থেকে

“সাংবাদিকতা এখন গোটা বিশ্বেই “জরুরি সেবা” বলে বিবেচিত। ঠিক স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারী চাকুরিজীবী বা খাবার যোগানদাতাদের মতোই, সমাজকে সচল রাখতে সাংবাদিকদেরও প্রয়োজন। এই গুরুদায়িত্ব আমাদের কাঁধে নিতে হবে গুরুত্বের সাথে, আর প্রত্যাশাও মেটাতে হবে মানুষের।” - পিটার ক্লাইন, গ্লোবাল রিপোর্টিং সেন্টার।

FOJO:MEDIA INSTITUTE
Linnæus University

Global Investigative Journalism Network

MRDI